কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষাকোর্স লেভেল-০১ (১২তম ব্যাচ)

লেকচারশীট-২

বিষয়: অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?

অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মু'মিন বা বেহেশতী ব্যক্তি থাকা না থাকা সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা

➢ কোনটি সঠিক? প্রচলিত মতে অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি-

১. নেই ২. আছে ৩. অবশ্যই নেই ৪. বলা কঠিন

কারণ-

- তারাতো ঈমান আনার ঘোষণা দেয়নি
- তাদের কাউকে সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি পালন করতে দেখা যায় না।

অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মু'মিন বা বেহেশতী ব্যক্তি থাকা না থাকার বিষয়ে প্রকৃত তথ্য

❖ Common sense

তথ্য-১

➢ কোনটি সঠিক? মুসলিম পরিবার বা সমাজে গোপন কাফির (মুনাফিক) তথা জাহান্নামী ব্যক্তি-

১. নেই ২. আছে ৩. অবশ্যই আছে ৪. বলা কঠিন

➢ তাহলে কোনটি সঠিক? অমুসলিম পরিবার বা সমাজে গোপন মু'মিন তথা জান্নাতী ব্যক্তি থাকা-

১. সম্ভব নয় ২. খুবই সম্ভব ৩. বলা কঠিন

তথ্য-২

➢ সঠিক না ভুল? মুসলিম পরিবারে বা সমাজে থাকা গোপন কাফির হলো তারা, যারা-

- অন্তরে ঈমান আনে নাই কিন্তু মুখে ঈমান আনার ঘোষণা দেয়
- অনিচ্ছা সহকারে, প্রকাশ্যে ইসলামের কিছু আমল করে
- গোপনে, ওজর (বাধ্য-বাধকতা) ব্যতীত ইসলামের অনেক আমল অমান্য করে।

➢ তাহলে সঠিক না ভুল? অমুসলিম পরিবার বা সমাজে থাকা মু'মিন বা জান্নাতী ব্যক্তি হবে তারা, যারা-

- অন্তরে ঈমান এনেছে কিন্তু ওজরের কারণে মুখে ঘোষণা দেয় না
- ওজরের কারণে ইসলামের কিছু আমল প্রকাশ্যে করতে পারে না,
- গোপনে, ইসলামের অনেক আমল পালন করে।

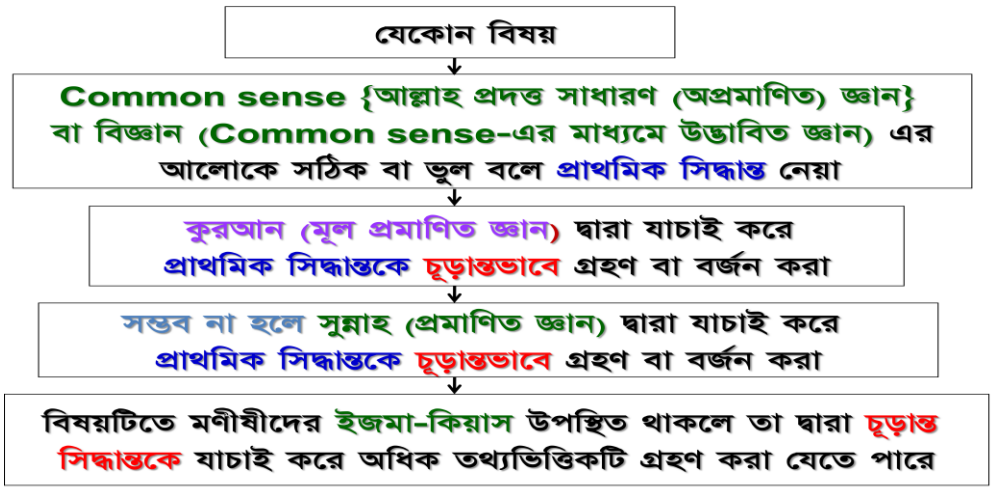

কুরআন ও হাদীসের অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকা সম্পর্কিত তথ্য বুঝা বা বের করার জন্য Common sense- এর উল্লিখিত তথ্যগুলো জানা থাকার গুরুত্ব

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অর্থ: প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে অন্তর (অন্তরে থাকা Common sense) যা কেন্দ্রে (কেন্দ্রীয় স্নায়ূতন্ত্র/Central nervous system) অবস্থিত। (হাজ্জ/২২ : ৪৬)

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ

অর্থ: তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন অন্তরের (অন্তরে থাকা Common sense-এর) অধিকারী হতে পারতো যার মাধ্যমে (কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়লে সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতে পারতো যা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর সঠিকভাবে বুঝার মতো) শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো।

- আল কুরআন-তথ্য-১

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ

অর্থ: ফিরাউন বংশের এক ব্যক্তি যে মু'মিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রেখেছিল সে বললো, তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এজন্য হত্যা করবে যে, সে বলে আমার প্রতিপালক আল্লাহ অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের কাছে এসেছে? (মু'মিন/৪০ : ২৮)

➢ কোনটি সঠিক? এ আয়াত থেকে জানা যায়, কাফির পরিবারে গোপন মু'মিন-

১. নেই ২. থাকতে পারে ৩. অবশ্যই আছে ৪. বলা কঠিন

- তথ্য-২

وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ اَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ .

অর্থ: আর আহলে কিতাবগণ যদি ঈমান আনত তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত; তাদের মধ্যে কিছু আছে মু'মিন তবে তাদের অধিকাংশই ফাসিক। (আলে-ইমরান/৩ : ১১০)

➢ কোনটি সঠিক? এ আয়াত থেকে জানা যায়, ইহুদী ও খৃষ্টান পরিবার বা সমাজে মু'মিন-

১. নেই ২. থাকতে পারে ৩. অবশ্যই আছে ৪. বলা কঠিন

- তথ্য-৩

لَيْسُوْا سَوَاءً ط مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَّتْلُوْنَ ايٰتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ . يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ط وَاُولٰئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ . وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ .

অর্থ: তারা সকলে সমান নয়; আহলে কিতাবের মধ্যে একটি দল (ঈমানের উপর) প্রতিষ্ঠিত, তারা রাতের বেলায় আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে এবং সিজদা করে। তারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে, সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজে নিষেধ করে এবং কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করে; আর তারা সৎকর্মশীলদের (নেককার) অন্তর্ভুক্ত। আর তারা কল্যাণকর যে কাজই করুক তা কখনও অস্বীকার করা হবে না; আর আল্লাহ ভালভাবে খবর রাখেন আল্লাহ সচেতন (মুত্তাকী) ব্যক্তিদের সম্পর্কে। (আলে-ইমরানঃ ১১৩-১১৫)

ব্যাখ্যা: এখানে আহলে কিতাব সমাজে থাকা একটি দল সম্পর্কে নিম্নের কথাগুলো বলা হয়েছে-

১. তারা ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত
২. রাতের বেলায় আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করে এবং সিজদা করে
৩. আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে
৪. সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজে নিষেধ করে
৫. কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করে
৬. তারা নেককার
৭. তাদের করা কল্যাণকর কোন কাজকে অস্বীকার করা হবে না
৮. তারা আল্লাহ সচেতন (মুত্তাকী) ব্যক্তি

➢ কোনটি সঠিক? এ আয়াত থেকে জানা যায়, ইহুদী ও খৃষ্টান পরিবার বা সমাজে নেককার ও মুত্তাকী ব্যক্তি-

১. নেই ২. থাকতে পারে ৩. অবশ্যই আছে ৪. বলা কঠিন

তথ্য-৪

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتبِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خشِعِيْنَ لِلّٰهِ لا لَا يَشْتَرُوْنَ بِايتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً ط اُولئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط اِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ .

অর্থ: আর নিশ্চয় আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা অবশ্যই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তোমাদের উপর যা নাযিল হয়েছে (কুরআন) তার প্রতি, তাদের উপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি, আল্লাহর (আদেশ পালনের) প্রতি নিষ্ঠাবান (এবং) আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে না (ছোট ওজরে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না); এসব লোকদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে পুরষ্কার (বেহেশত); নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (আলে-ইমরান/৩ : ১৯৯)

➢ কোনটি সঠিক? এ আয়াত থেকে জানা যায়, ইহুদী ও খৃষ্টান পরিবার বা সমাজে বেহেশতী ব্যক্তি-

১. নেই ২. থাকতে পারে ৩. অবশ্যই আছে ৪. বলা কঠিন

তথ্য-৫

<u>হুদায়াবিয়ায় যুদ্ধ না হয়ে সন্ধি হওয়ার পেছনে মূল কারণ কি ছিল?</u>

وَهُوَ الَّذِى كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا. هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّه‘

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ

অর্থ: তিনি মক্কার উপকন্ঠে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন পরবর্তিতে তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার জন্য; আর তোমাদের কৃতকর্ম আল্লাহ পুরোপুরি দেখেন। তারাই কুফরী করেছে এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদের মসজিদুল-হারাম হতে ও বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতে। আর (তোমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হত) যদি না থাকত এমন কতক মু'মিন নর ও নারী যাদের তোমরা জানতে না, তোমরা তাদেরকে পদদলিত করতে ফলে তাদের কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত (গুনাহগার) হতে। (যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি এজন্য) যেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাতে পারেন; যদি তারা পৃথক হত তাহলে আমরা (একবচনের সম্মান প্রকাশক রূপ) তাদের মধ্যকার কাফিরদের অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম। (ফাতহ/৪৮ : ২৫)

➢ কোনটি সঠিক? মক্কায় তখন মুশরিক লোকেরা বাস করতো। তাই, এ আয়াত থেকে জানা যায়, মুশরিক পরিবার বা সমাজে গোপন মু’মিন নর-নারী-

১. নেই ২. থাকতে পারে ৩. অবশ্যই আছে ৪. বলা কঠিন

তাহলে দেখা য়ায় অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মু’মিন বা বেহেশতী ব্যক্তি থাকা না থাকার বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা (গোপন) মু’মিন বা বেহেশতী ব্যক্তি আছে।

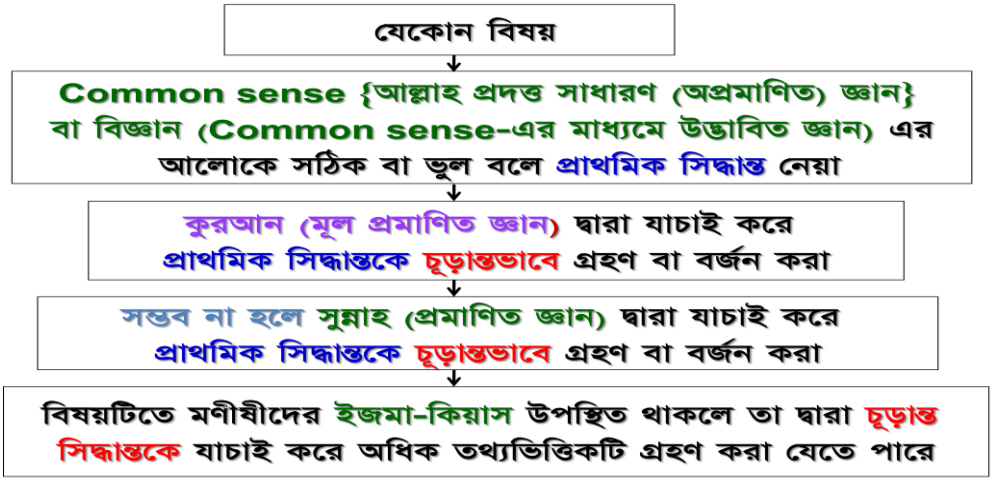

❖ আল হাদীস

যাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সা.) বললেন, আজ আবিসিনিয়ার এক নেক ব্যক্তি (নাজ্জাসী) মৃত্যুবরণ করেছেন। তোমরা আসো তার জানাযা পড়। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালাম। অতঃপর নবী (সা.) তার জানাযা পড়লেন এবং আমরা কাতারে ছিলাম। আবু জুবাইর যাবির থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, আমি দ্বিতীয় কাতারে ছিলাম। (আল মাকতাবাতুশ-শামেলাহ, সহীহ বুখারী, হাদীস নং-১২৫৭)

মুসলিম ও অমুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া মানুষের পরকালিন বিচারের মানদন্ড

➢ কোনটি সঠিক? মুসলিম ও অমুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া মানুষের পরকালিন বিচারের মানদন্ড-

১. একই হবে ২. ভিন্ন হবে ৩. বলা কঠিন

➢ Common sense –মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা শিশু-

- জন্মের পর থেকে তার মা, বাবা, ভাই, বোন, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদিকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় যেমন সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি পালন করতে দেখে।
- তাদের উপদেশ, আদেশ, শাসন ইত্যাদি থেকে ইসলামের নানা বিষয় শোনে বা জানতে পারে এবং তা পালন করতে উৎসাহিত বা বাধ্য হয়।
- ফলে তার পক্ষে ইসলাম জানা, গ্রহণ করা ও মানা সহজ হয় এবং না মানা কঠিন হয়।

অর্থাৎ মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা মানুষেরা ইসলাম জানা, গ্রহণ ও পালন করার ব্যাপারে অনেক সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে। অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা শিশু-

- জন্মের পর থেকে তার মা, বাবা, ভাই, বোন, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদিকে ইসলাম বিরুদ্ধ বিভিন্ন বিষয় যেমন- পূজা করা, গির্জায় যাওয়া, শুকরের গোশত খাওয়া, মদ খাওয়া ইত্যাদি দেখে।
- তাদের উপদেশ, আদেশ, শাসন ইত্যাদি থেকে তাদের ধর্মের নানা বিষয় শোনে বা জানতে পারে এবং তা পালন করতে উৎসাহিত বা বাধ্য হয়।
- বড় হয়ে মিডিয়া, বই বা কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেও ইসলাম পালন করতে গেলে তাকে নানা ধরণের বাধার সম্মুখীন হতে হয়।
- সে বাধার মধ্যে থাকতে পারে-
    - তিরস্কার
    - নির্যাতন
    - বহিস্কার
    - সম্পর্ক ছেদ
    - সহায়-সম্পত্তি হারানো
    - হত্যা
    - ইত্যাদি

অর্থাৎ অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা মানুষেরা ইসলাম জানা, গ্রহণ ও পালন করার ব্যাপারে অনেক অসুবিধাজনক অবস্থানে থাকে। কোন মানুষ নিজ ইচ্ছায় মুসলিম বা অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে না। মহান আল্লাহই তাকে সেখানে পাঠান।

➢ তাহলে কোনটি সঠিক? মুসলিম ও অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা মানুষের পরকালিন বিচারের মানদন্ড-

১. একই হওয়া উচিৎ ২. একই হওয়া উচিৎ নয় ৩. বলা কঠিন

➢ তাহলে কোনটি সঠিক? অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা মানুষদের মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা মানুষদের তুলনায় হিসাব-

১. সহজ হওয়া উচিৎ ২. কঠিন হওয়া উচিৎ ৩. বলা কঠিন

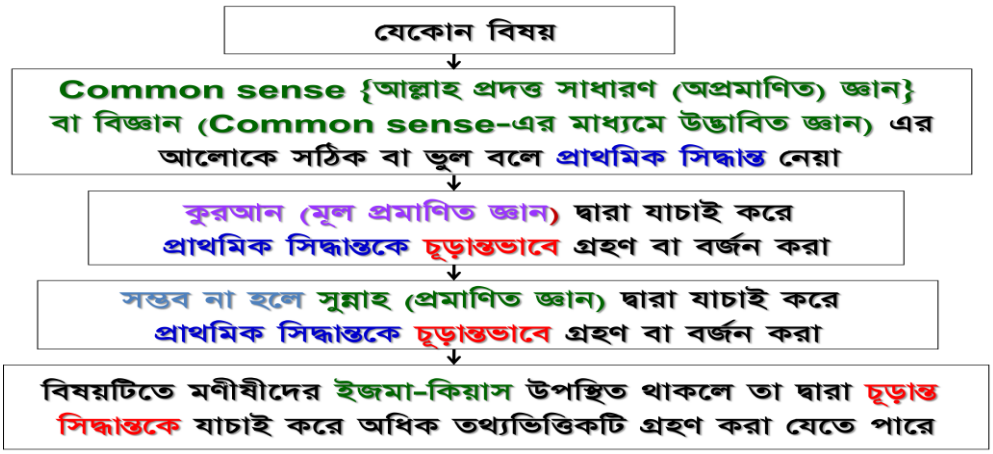

❖ কুরআন তথ্য-১

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ

অর্থ: তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তিনি (জন্মগতভাবে) তোমাদের একজনকে অন্যজন থেকে (বিভিন্ন দিক দিয়ে) অধিক মর্যাদা (সুযোগ-সুবিধা) দিয়েছেন, যেন যাকে যা দেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে তোমাদের পরীক্ষা (বিচার) করতে পারেন।(আন'আম/৬ : ১৬৫)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতের মধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, জন্মগতভাবে সুযোগ-সুবিধা বেশী বা কম পাওয়ার বিষয়টি পরকালে বিচারের সময় তিনি খেয়াল রাখবেন।। অর্থাৎ এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, ইসলাম জানা, গ্রহণ ও পালন করার ব্যাপারে জন্মগতভাবে সুযোগ-সুবিধা বেশী ও কম পাওয়া ব্যক্তিদের বিচারের মানদন্ড এক হবে না। এটি মুসলিম বা অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সকল মানুষের বেলায় প্রযোজ্য। ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে, অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা মানুষেরা ইসলাম জানা, গ্রহণ ও পালন করার ব্যাপারে মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা মানুষদের তুলনায় অনেক অসুবিধাজনক অবস্থানে থাকে।

➢ তাহলে কোনটি সঠিক? এ আয়াতের আলোকে মুসলিম ও অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা মানুষদের পরকালিন বিচারের মানদন্ড-

১. মনে হয় ভিন্ন হবে ২. ভিন্ন হবে ৩. অবশ্যই ভিন্ন হবে ৪. বলা কঠিন

➢ তাহলে কোনটি সঠিক? এ আয়াতের আলোকে অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তিদের, মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তিদের তুলনায় হিসাব-

১. কঠিন হবে ২. সহজ হবে ৩. অবশ্যই সহজ হবে ৪. বলা কঠিন

আল্লাহ তা'য়ালা যে সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক এটি তার প্রমাণ।

✚ তথ্য-২.১

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوْلاً .

অর্থ: আর আমি কাউকে শাস্তি দেই না যতক্ষণ না কোন বার্তাবাহক (সত্যের দাওয়াত নিয়ে) তার নিকট পৌঁছায় (বনী-ইসরাইল: ১৫)

✚ তথ্য-২.২

وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنْذِرُوْنَ .

অর্থ: আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করি নাই যতক্ষণ না কোন উপদেশ দানকারী তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিল। (শু'য়ারা/২৬ : ২০৮)

➢ কোনটি সঠিক? আয়াত দু'খানি অনুযায়ী- জানতে না পারার কারণে কেউ যদি ইসলামের কোন বিষয় পালন করতে ব্যর্থ হয়ে থাকে তবে সে জন্য তাকে শাস্তি দেয়া-

১. হতে পারে না হতেও পারে ২. হবে না ৩. অবশ্যই হবে না ৪. বলা কঠিন

এটি মুসলিম বা অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সকল মানুষের বেলায় প্রযোজ্য। ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে, অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা মানুষদের ইসলাম যথাযথভাবে জানতে পারা অনেক কঠিন বিষয়। তাই এ দু'খানি আয়াতের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়, অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা কোন ব্যক্তি যদি জানতে না পারার কারণে ইসলামের কোন বিষয় পালন করতে ব্যর্থ হয় তবে সে জন্য তাকে শাস্তি দেয়া হবে না।

তবে কোন মানুষ যাতে পরকালিন বিচারের বাইরে না থাকতে পারে সে জন্য মহান আল্লাহ Common sense নামক ইসলামী জ্ঞানের একটি উৎস সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। অর্থাৎ পৃথিবীর যে মানুষটি কোনভাবে কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য জানতে পারে নাই তাকে Common sense এর জ্ঞানের ভিত্তিতে পরকালে বিচার করা হবে।

ঐ ধরণের ব্যক্তিকে সালাত, যাকাত, সিয়াম, ইত্যাদি আমল (যা কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান না থাকলে জানা সম্ভব নয়) পালন না করার জন্য শাস্তি দেয়া হবে না। কিন্তু Common sense এর বিপরীত কাজ করে থাকলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। অন্যদিকে কোন মানুষ যাতে কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান থেকে দূরে না থাকতে পারে সে জন্য মহান আল্লাহ ইসলামের দাওয়াতী কাজ করাকে সকল মু'মিনের জন্য বাধ্যতামুলক করেছেন।

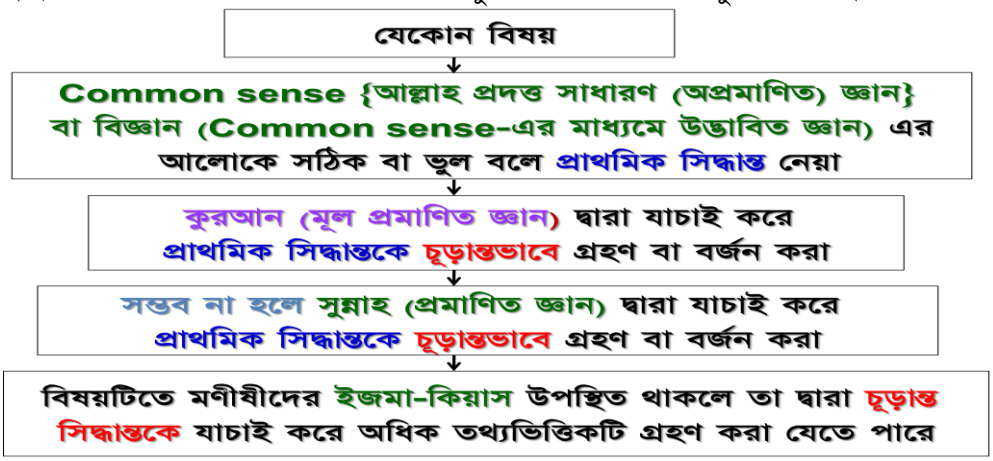

অমুসলিম পরিবারে থাকা মু'মিন ব্যক্তির বেহেশত পেতে হলে যে সকল শর্ত পূরণ করতে হবে

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط اُولٰئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ .

অর্থ: আর নিশ্চয় আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা অবশ্যই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তোমাদের উপর যা নাযিল হয়েছে (কুরআন) তার প্রতি, তাদের উপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি, আল্লাহর (আদেশ পালনের) প্রতি নিষ্ঠাবান (এবং) আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে না (ছোট ওজরে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না); এসব লোকদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে পুরষ্কার; নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (আলে-ইমরান/৩ : ১৯৯)

ব্যাখ্যা: এ আয়াত থেকে নিশ্চয়তা সহকারে জানা যায় যে, অমুসলিম পরিবারে থাকা মু'মিনদের বেহেশত পেতে হলে নিম্নের শর্তগুলো পূরণ করতে হবে-

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হবে
২. কুরআনকে বিশ্বাস করতে হবে
৩. তাদের প্রতি নাযিল হওয়া কিতাবকে বিশ্বাস করতে হবে
৪. আল্লাহর আদেশ পালনের প্রতি নিষ্ঠাবান হতে হবে

৫. ছোট ওজরের কারণে আল্লাহর আদেশ অমান্য করা যাবে না

তথ্যটি প্রচার হলে মানব সভ্যতার যে কল্যাণ হবে

১. তথ্যটি জানা থাকলে ব্যক্তি মুসলিমের, ব্যক্তি অমুসলিমের প্রতি ঘৃণাভাব কমে যাবে। কারণ, ব্যক্তি মুসলিম সবসময় ভাববে অমুসলিম ব্যক্তিটিতো গোপন মু'মিন হতে পারে।

২. বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসী লোক উপস্থিত থাকা সমাজে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অনেক বেড়ে যাবে।

৩. অনেক অমুসলিম গোপনে ঈমান আনবে ও বিভিন্নভাবে ইসলাম বা মুসলিমদের সহায়তা করবে। ফলে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজ হবে।

জানার পর তথ্যটি প্রচার না করলে ব্যক্তির যে ক্ষতি হবে

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

অর্থ: নিশ্চয় যারা, আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় (লাভ) করে (সামান্য ওজরের কারণে কুরআনের বিষয় গোপন করে), তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (ছোটখাট গুনাহও মাফ করবেন না)। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (বাকারা/২ : ১৭৪)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ . إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .

অর্থ: নিশ্চয় আমরা (একবচনের সম্মান প্রকাশক রূপ) মানুষের জন্য যে সুস্পষ্ট বিষয়াদি ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, কিতাবে (কুরআনে) তার স্পষ্ট বর্ণনা থাকার পরও যারা তা গোপন করে, তাদের উপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেন এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীরাও তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করে। তবে যারা তাওবা করে এবং (নিজেদের) সংশোধন করে নেয়, আর (যা গোপন করেছিল তা) সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, আমি তাদের তাওবা কবুল করব; আর আমি অতিশয় তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু। (বাকারা/২ : ১৫৯, ১৬০)

এক ব্যক্তির কুরআন ও বর্তমান মুসলিমদের নিয়ে লেখা কবিতা ও তার পর্যালোচনা

আমাল কি কিতাব থি
দুয়া কি কিতাব বানা দিয়া
It was a Book of Command for action.
You turned it into a book of prayer
মানার কিতাব ছিল
তোমরা তাকে দোয়ার বই বানিয়েছো
শামাজহে কি কিতাব থি
পার্হনে কি কিতাব বানা দিয়া
It was a Book for understanding
You read it without understanding
বুঝার কিতাব ছিল
তোমরা তাকে পড়ার বই বানিয়েছো
জিন্দাওন কা দাস্তুর থা
মুর্দান কা মানশোর বানা দিয়া
It was a code for the living
You turned it into a manifesto of the dead
জীবিত মানুষের জীবন পরিচালনা পদ্ধতি ছিল
তোমরা তাকে মৃত মানুষের লিখিত ঘোষনা বানিয়েছো

জো ইলম কি কিতাব থি
উসে লা-ইলম কে হাথ থামা দিয়া

It was a Book of knowledge
You abdicated it to the ignoramus
যা জ্ঞানের কিতাব ছিল
তোমরা তাকে অজ্ঞদের হাতে ছেড়ে দিয়েছো
তাসখীর-ই-কায়েনাত কা দার্স দেনে আয়ি থি
শির্ফ মাদ্রাসা ওকা নিসাব বানা দিয়া
It came to give knowledge of Creation
You abandoned it to the madrasa
যা সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান দিতে এসেছিল
তোমরা তাকে মাদ্রাসায় রেখে দিয়েছো
মুর্দা কাউমন কা জিন্দা কার্নে আয়ি থি
মুর্দান কা বাখশাওনে পার লাগা দিয়া
It came to give life to dead nations
You used it for seeking mercy for the dead
যা মৃত জাতিকে জীবন দিতে এসেছিল
তোমরা তাকে মৃতদের অপরাধ মাফ করিয়ে নেয়ার বিষয় বানিয়েছো
আয়ে মুসাল্মান ইয়ে তুমনে কিয়া কিয়া?
O' Muslims! What have you done?
হে মুসলিম জাতি এটি তোমরা কি করেছো?

- কোনটি সঠিক? কবিতাটির লেখকের মুসলিম হওয়ার সম্ভাবনা-

১. প্রায় শূন্য ২. ৫০% ৩. প্রায় ১০০% ৪. ১০০% ৫. বলা কঠিন

কবিতাটির লেখক হলেন-
ভারতের নবম রাষ্ট্রপতি
ডঃ পণ্ডিত শংকর দয়াল শর্মা

- তাহলে কোনটি সঠিক? ডঃ পণ্ডিত শংকর দয়াল শর্মার গোপন মু'মিন ও বেহেশতী হওয়ার সম্ভাবনা-

১. প্রায় শূন্য ২. ৫০% ৩. প্রায় ১০০% ৪. ১০০% ৫. বলা কঠিন

==========